SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
Vol. 1, Issue-2, (Apr-Jun) 2025

তৎকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা উপন্যাসের নিরিখে আধুনিক প্রেমের সাদৃশ্য

Sulekha Ghosh
Ex-Student, Dept. of Bengali
Rabindra Bharati University
West Bengal, India
Email: sulekha.file94@gmail.com

Abstract: আমাদের দেশের অবিস্মরণীয় প্রতিভাদের মেধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক অন্যতম বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি "শেষের কবিতা" উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরে গিয়ে অভিনব প্রেমের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের ভাববস্তু প্রধানত প্রেম। অমিত ও লাবণ্যের প্রেম সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আলোচ্য উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেমমনস্তত্বের অসাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, উপন্যাসের নায়ক অমিত তার স্বভাবের বৈপরীত্যকে বজায় রাখাতে বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে যায়। সেখানে গিয়ে গাড়ি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার লাবণ্য নামে একটি মেয়ের সাথে পরিচয় হয়। তারপর নিয়তি তাদের দুজনের পথ এক করে দেয়। তাদের দুজনের বিবাহ ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে শেষপর্যন্ত অমিতের সাথে বিবাহ হয় তার বান্ধবী কেতকী এবং লাবণ্যের সাথে বিবাহ ঠিক হয় তার ছোটবেলার সহপাঠী শোভনলালের সাথে। এই ভাবে অসমাপ্ত প্রেমের কাহিনীর মাধ্যমে উপন্যাসটি শেষ হয়। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের সাথে আধুনিক প্রেমের সবথেকে বড় সাদৃশ্য হলো চিরাচরিত প্রেম ও বিয়ের ধারণা থেকে বেরিয়ে সম্পর্কের নতুনত্ব খোঁজার প্রবণতা। স্বতন্ত্রতা, চিন্তাশীলতা, মুক্ত সম্পর্ক এবং স্বার্থপরতা বর্জিত প্রেম উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষনীয়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে আমারা এমনই এক ধরনের ছবি দেখতে পাই। পাশাপাশি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' উপন্যাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাস, বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' উপন্যাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং সর্বোপরি নিমাই ভট্টাচার্যের 'মেমসাহেব' উপন্যাসেও আমরা অসম্পূর্ণ প্রেমের উপাখ্যান দেখতে পাই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে। এগুলো সবই আধুনিককালে কথাসাহিত্যে প্রেমের অভিনবত্বের এক অরন্যতম উদাহরণ। যেগুলির মধ্যে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের মতোই অসম্পূর্ণ প্রেমের উপাখ্যান রয়েছে। যা অভিনবত্বের মোড়কে আবৃত। যেখানে স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং অভিনব প্রেমানুভূতি রয়েছে। যেগুলি পাঠ করলে মনে হয় এগুলি যেন তৎকালীন সময়ে লেখা 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটির আদলে তৈরী।

Keywords: প্রেমগাঁথা, বৈপরীত্য, শুশ্রূষা, ঘনিষ্ঠতা, অভিসম্পাত, চিত্তসংযম, ভুরিভুরি, আঙ্গিকে, মনস্তত্ত্ব, উপাখ্যান।

ভূমিকা :আমাদের দেশে বহু অবিস্মরণীর প্রতিভার জন্ম হয়েছে। তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক অন্যতম বিস্ময়কর প্রতিভা।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শেষ জীবনে একটু ভিন্ন

স্বাদের লেখা আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর ১০তম উপন্যাস 'শেষের কবিতা 'একটি প্রেম সম্পর্কিত উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯২৭ সালের ভাদ্র মাস থেকে ১৯২৮ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরের বছর ১৯২৯ সালে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে যেমন প্রেম আছে ,তেমনি আছে বিরহ ,বিচ্ছেদ এবং কাব্যিক ছন্দময়তা। গদ্য সাহিত্যের মধ্যে যে ছন্দময়তা থাকতে পারে তা ' শেষের কবিতা 'উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়। শুধু তাই নয় উপন্যাসটি হাস্যরসে ভরপুর ,যা পাঠক মনকে সদাসর্বদা আকৃষ্ট করে। বলাবাহুল্য এই উপন্যাসে প্রেম একটি আদর্শ রূপক হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগ হয়ে , আধুনিক যুগেও আমরা বহু প্রেমগাঁথা দেখতে পাই। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরে গিয়ে আধুনিক মনস্ক হয়ে তাঁর লেখনীর মধ্যে প্রেমের যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তা আধুনিক লেখক ও পাঠকদের যেমন অপূর্ব মনোযোগ আকর্ষণ করে তেমনি তাদের বিস্মিতও করে।

কবি পরিচয়: বাঙালী তথা সমগ্র বিশ্বের কাছে গর্বের মানুষ ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি যেমন ছিলেন অগ্রণী বাঙালি কবি তেমনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, সংগীত স্রষ্টা, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, চিত্রকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে মনে করা হয়। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় এবং প্রথম এশিয়ার মানুষ, যিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ছিল ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস, ৯৫টি ছোটোগল্প, ১৯১৫টি গান এবং ৩৬ প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য সংকলন। তিনি এমন, একজন মানুষ ছিলেন যার প্রতিভা ও সৃষ্টি সম্পর্কে বলে শেষ করা যাবে না। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (৭ই মে ১৮৬১) কলকাতার জোড়াসাঁকোর এক ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সারদাসুন্দরী দেবীর ১৪তম সন্তান ছিলেন তিনি। ছোট থেকেই স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যে পড়াশোনা তাঁর একেবারে অপছন্দের ছিল। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন— "জল পড়ে পাতা নড়ে"[1] এইটি ছিল তাঁর জীবনে আদিকবির প্রথম কবিতা। মাত্র ৮ বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন— "হরিণশিশুর নতুন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদগম লইয়া আমি সেইরকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম।"[2] ১৮৭৪ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে তাঁর প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' প্রকাশের মাধ্যমেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৫টি সন্তান ছিল- মাধবীলতা, রথীন্দ্রনাথ, রেণুকা, মীরা, সমীন্দ্রনাথ (শমীন্দ্রনাথ)। ১৯০১ সালে তিনি স্বপরিবারে বীরভূম জেলার বোলপুর শহরে অবস্থিত শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮ সালে একটি আশ্রম এবং ১৮৯১ সালে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর এই আশ্রমের বাগানেই একটি গ্রন্থাগার নিয়ে রবি ঠাকুর চালু করেছিলেন ব্রহ্মবিদ্যালয় নামে একটি পরীক্ষামূলক স্কুল। ১৯০১ সালে এই ব্রহ্মবিদ্যালয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। সংগীত ও নৃত্যকে তিনি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন। এছাড়াও ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'বিশ্বপরিচয়'। জীবনের শেষ চার (৪) বছর তিনি অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ (৭ই আগস্ট ১৯৪১)কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাসভবনে

তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উপন্যাসের সামান্য পরিচয়: 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের একটি জনপ্রিয় উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। উপন্যাসের ভাববস্তু প্রধানত প্রেম। রবীন্দ্র ভাবনায় প্রেমমনস্তত্ত্বের স্বরূপ আমরা এই উপন্যাসটি পড়লে অনুধাবন করতে পারি। আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র হলো অমিত এবং লাবণ্য। অমিত ও লাবন্যের প্রেম সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আলোচ্য উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেমমনস্তত্ত্বের আসাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অমিত রায় ব্যারিস্টার। অমিতের নেশা স্টাইলে। পাঁচজনের মধ্যে ও একজন নয়, একেবারে পঞ্চম। ওর চেহারা এবং কাপড় চোপড় ও ভিন্ন প্রকৃতির। অমিত বলে— 'ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী।'[3] শুধু অমিত নয় ওর বোন, বন্ধু সকলেরই প্রায় একই অবস্থা। অমিতের অনেক মেয়েবান্ধবী আছে। তবে কারও প্রতি ওর আসক্তি নেই। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। তার স্বভাবের বৈপরীত্যকে বজায় অবশেষে রাখতে সে বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। এই শিলঙ পাহাড়ের অমিত ঘটালো একটা মোটর দুর্ঘটনা। ব্রেক কষতে গিয়ে অন্য এক গাড়িতে আঘাত করল। সেই গাড়িতে ছিল লাবণ্য নামে একটি মেয়ে, এতদিন আমিত যে ধরণের মেয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিল এ তার থেকে একেবারে আলাদা। পথ হঠাৎ যেন দুজনকে দুজায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে একেবারে এক রাস্তায় চালান করে দিল—

"পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।"[4]

লাবণ্যর বাবা অবনীশ দও ছিলেন এক পশ্চিমি কলেজের অধ্যক্ষ। লাবণ্য ছিল মাতৃহীনা। তবে জ্ঞানের চর্চায় লাবণ্য যথার্থ কৃতী ছাত্রী ছিল। পরবর্তীকালে একদিন অবনীশ প্রচন্ড পীড়ার মধ্যেই তার শুশ্রুষাকারী এক দুর্বল নিরুপায় বিধবার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ল। তাই লাবণ্য জোর করে ঔ বিধবার সঙ্গে অবনীশের বিবাহ দিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি পরিত্যাগ করে আশ্রয় নেয় যোগমায়া নামে এক ভদ্রমহিলার সংসারে তার মেয়ে সুরমাকে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে। আর এই যোগমায়ার বাড়িতেই অমিত-লাবণ্যর ঘনিষ্ঠতা। বিয়ের মাসও ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের আগে কলকাতায় ফিরে যাবার মুখেই ঘটল অঘটন। অমিতের বোন সিসি তার বান্ধবী কেটি এবং বান্ধবীর দাদাকে নিয়ে শিলঙ এ হাজির লাবণ্যর থেকে অমিত কে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমিত যখন ওদের সামনেই লাবণ্যর আঙ্গুলে বিয়ের আংটি পরিয়ে দেয়, তখন জানা যায় প্রায় সাত (৭) বছর আগে আমিত এবং কেতকী(কেটি)যখন ইংল্যান্ডে ছিল তখন একদিন অমিত নিজের আঙুল থেকে আংটি খুলে কেতকীর আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল। এরপর লাবণ্য অমিতের দেওয়া সেই আংটি অমিতকে ফিরিয়ে দিল। অমিত ফিরে গেল। তারপর কেতকীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেল। অমিত বলল – "কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালেবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল- প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"[5]

উপন্যাসের শেষে খবর এল শেভনলালের সাথে লাবণ্যর বিবাহ হবে ছয়মাস(৬)পর, জ্যৈষ্ঠমাসে রামগড় পর্বেতের শিখরে। এই ভাবে অসমাপ্ত প্রেমের কাহিনীর মাধ্যমে উপন্যাসটি শেষ হয়।

শেষের কবিতা উপন্যাসের সাথে আধুনিক প্রেমের সাদৃশ্য: 'শেষের কবিতা'

উপন্যাসের সাথে আধুনিক প্রেমের সবথেকে বড়ো সাদৃশ্য হলো চিরাচরিত প্রেম ও বিয়ের ধারণা থেকে বেরিয়ে সম্পর্কের মধ্যে নতুনত্ব খোঁজার প্রবণতা। উভয়ক্ষেত্রেই প্রেম প্রথাগত প্রেমের থেকে আলাদা। স্বতন্ত্রতা, চিন্তাশীলতা, মুক্ত সম্পর্ক এবং স্বার্থপরতা বর্জিত প্রেম উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষনীয়। এছাড়াও প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ আমরা দেখতে পাই আধুনিক সাহিত্যে।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'চন্দ্রশেখর'(১৮৭৫) উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের অভিসম্পাত কিভাবে তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রভাব ফেলে। শৈবলিনী ও প্রতাপের ভালোবাসা এবং শৈবলিনীর প্রতি তার স্বামী চন্দ্রশেখরের ভালোবাসা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে অসামান্য এই প্রেমের উপন্যাসটি। উপন্যাসে প্রতাপের চিন্তাশীলতা এবং আত্মসংযম উপন্যাসটিকে অনন্য রূপ প্রদান করেছে। যেকারণে উপন্যাস শেষে উপন্যাসের এক অন্যতম চরিত্র রমানন্দ স্বামী প্রতাপকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন— যদি চিত্তসংযমে পুন্য থাকে; তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুন্যবান নহেন।

অন্যদিকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' (১৯১৭) উপন্যাসের মূল কাহিনীর প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে দেবদাস-পার্বতীর প্রেম, পারিবারিক কারণে তাদের বিচ্ছেদ, পার্বতীর ভুবণ চৌধুরীর সহিত বিবাহ, পার্বতীর বিরহে দেবদাসের মদ্যপান, শরীরের অবনতি এবং অন্তিম মুহূর্তে দেবদাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। সামাজের নিষ্ঠুরতায় কিভাবে সত্যিকারের ভালোবাসা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং উভয়ের জীবন বিবর্ণ হয়ে যায় তা এই উপন্যাসে দেখা যায়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসে প্রেম এক অভিনব আঙ্গিকে পাঠক হৃদয়কে আকৃষ্ট করে।

আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' (১৯৪৪) উপন্যাসে প্রেম এক অন্য মাত্রায় চিত্রিত হয়েছে। ডাকাত বংশের ছেলে নিতাই একজন কবিয়াল, বিবাহিত ঠাকুরঝির সাথে তার প্রনয় এবং সামাজিক পরিস্থিতির কারণে তাদের বিচ্ছেদ এবং ঠাকুরঝিকে ছেড়ে গ্রাম থেকে চলে যাওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নিতাইয়ের ভালোবাসা অসম্পূর্ণ রয়ে যাওয়ার এক অভিনব কাহিনী আমরা দেখতে পাই। এছাড়াও আমরা আধুনিক সাহিত্যে ভুরিভুরি প্রেমের উল্লেখ পাই, যেগুলি তৎকালীন সময়ে রচিত 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের প্রেমের অভিনবত্বের সাথে তুলনীয় বিভিন্ন আঙ্গিকে ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গিতে।

আধুনিক সাহিত্যের আরও একজন প্রভাবশালী কথাসাহিত্যিক হলেন বুদ্ধদেব বসু। ১৯৪৯ সালে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'তিথিডোর' প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি মূলত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রা, প্রেম ও তারুণ্যের ওপর আলোকপাত করে। মধ্যবিও জীবনের প্রেম, নিঃসঙ্গতার এক অসামান্য মেলবন্ধন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। স্বাতী ও সত্যেনের নিঃসঙ্গতা, একে অপরের প্রতি ভালোবাসা এক অভিনব আঙ্গিকে উপন্যাসের পরিণতিকে আহ্বান করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পুতুলনাচের–ইতিকথা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। স্বতন্ত্রতা, চিন্তাশীলতা, মুক্তসম্পর্ক এই উপন্যাসটিতে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের মতো প্রেমকে এক অসম্পূর্ণ পরিণতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। বহু আকাঙ্খিত ভালোবাসা ফিরে পেলেও সময়ের খেলায় তা অনেক সময় আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। শশী-কুসুমের প্রেমসম্পর্ক ঠিক যেন তেমনই। দুজনেই দুজনকে

ভালোবাসলেও তারা পুতুলমাত্র। তাদের জীবনকে চালনা করার চাবিকাঠি অন্য কারো হাতে। উপন্যাস-মধ্যে আমরা কুসুমকে বলতে দেখি শশীর উদ্দেশ্যে— "আকাশের মেঘ কমে নদীর জল বাড়ে, নইলে কি জগৎ চলে ছোটোবাবু।"[6]

ঠিক একই ভাবে কালজয়ী আর একটি উপন্যাস হলো নিমাই ভট্টাচার্য রচিত- 'মেমসাহেব' উপন্যাস। যেখানে অসম্পূর্ণ এক প্রেমের উপাখ্যান দেখা যায়। উপন্যাসের নায়ক বাচ্চু, নায়িকা মেমসাহেব। বাচ্চুর মনে মেমসাহেবের প্রতি নিষ্ঠা, ভালোবাসা, মেমসাহেব কে হারিয়ে ফেলার কষ্ট, যন্ত্রনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে দোলা বৌদিকে লেখা চিঠির মধ্য দিয়ে। আধুনিককালে যা কথাসাহিত্যে প্রেমের অভিনবত্বের এক অন্যতম উদাহরণ।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী উপন্যাস 'শেষের কবিতা' তে আমরা যেমন অসম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী পেয়েছি, ঠিক তেমনই আধুনিক কালের সাহিত্যে আমরা বহু অসম্পূর্ণ প্রেমের উপাখ্যান পেয়েছি। যেগুলি অভিনবত্বের মোড়কে আবৃত। যেখানে প্রেম প্রথাগত নিয়ম, সমাজ সব কিছু থেকে ভিন্ন। যেখানে স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং অভিনব প্রেমানুভূতি রয়েছে। যেগুলি পাঠ করলে মনে হয় এগুলি যেন তৎকালীন সময়ে লেখা 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটির আদলে তৈরী। বলাবাহুল্য 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে রবীদ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও সম্পর্কের জটিলতা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সম্পূর্ণভাবে আধুনিক প্রেমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

Endnotes

1. জীবনস্মৃতি প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শিক্ষারম্ভ-পৃষ্ঠা ৩
2. জীবনস্মৃতি প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন, কবিতারচনারম্ভ-পৃষ্ঠা ২০
3. রবীন্দ্র উপন্যাস শেষের কবিতা, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, পরিচ্ছেদ-১ অমিত চরিত্র পৃষ্ঠা ৩
4. রবীন্দ্র উপন্যাস শেষের কবিতা, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, পরিচ্ছেদ-২ সংঘাত পৃষ্ঠা- ১৭
5. রবীন্দ্র উপন্যাস শেষের কবিতা, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, অনুচ্ছেদ-১৬ মুক্তি পৃষ্ঠা ৯৩
6. পুতল নাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২ পৃষ্ঠা ১৭৮

Bibliography

- মিত্র, ডঃ সরোজমোহন, রবীন্দ্রউপন্যাস শেষের কবিতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা –(৭০০০০৯), প্রথম প্রকাশ - রথযাত্রা, ২০০৮
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
- চক্রবর্তী, অধ্যাপক শুভঙ্কর, সর্বজনের রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শেষের কবিতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
- চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, দেবদাস, শ্যামাপদ সরকার, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা ৯
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর, শ্রী সাধনা বিশ্বাস ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা ৯
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, কবি, মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা
- বসু, বুদ্ধদেব, তিথিডোর, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড
- ভট্টাচার্য, নিমাই, মেমসাহেব, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা-৭
- বন্দ্যোধ্যায়, মানিক, পুতুল নাচের ইতিকথা, প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিমচ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

——